তারুণ্যের মিছিল

সুন্দর পৃথিবীর তরে...
ভয়েস অব ইয়ুথ পার্লামেন্ট
(একটি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক সংগঠন)

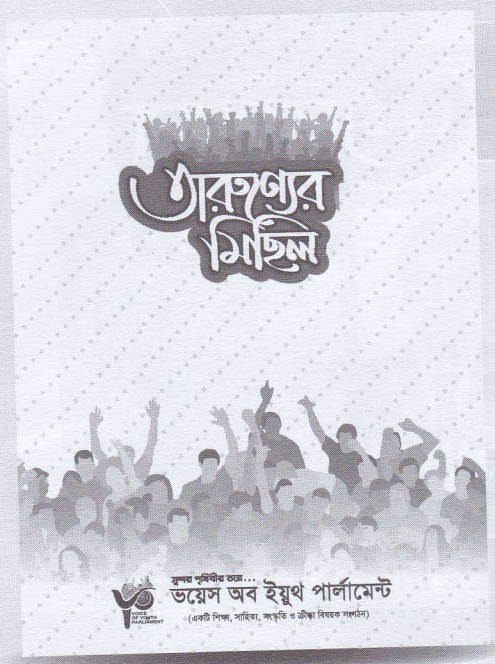

প্রকাশকাল: জুলাই ২০১৮

প্রকাশনায়
ভয়েস অব ইয়ুথ পার্লামেন্ট
চট্টগ্রাম।

সম্পাদক
মামুন মুনতাসির

সম্পাদনা সহযোগী
রেজা খসরু
মিলাদ দ্বীপরাজ
রিফাত হামজা
কাজী রহমত

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
আবদুর রহিম রাহাত

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
শরীফ উদ্দিন শিশির
প্রোপ্রাইটর:
শরীফ আর্ট এন্ড ডিজাইন
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক:
শরীফ আর্ট স্কুল
এ-ব্লক, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮২৯-৯২৯২৭১, ০১৬৭৩-৯৪৭৮৪২

তারুণ্যের মিছিল

সূচীপত্র

অ্যালবাম		১
সম্পাদকীয়		২
সম্পাদনা কমিটি		৪-৫
কার্যনির্বাহী কমিটি		৪-৫
বাণী		৬-৭
সভাপতির কথা		৮
বুকের ব্যাথা বুকে চাপিয়ে নিজেকে দিয়েছি ধিক্কার	: ড. মু. কামাল উদ্দিন	৯-১০
ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ও আমাদের প্রস্তুতি	: মোহাম্মদ আব্দুর রহিম	১১-১২
বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি	: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	১৩
বাংলাদেশের সুন্দরবন ভ্রমণ	: মুহাম্মদ শোয়াইব উদ্দিন হায়দার	১৬-১৭
সভ্যতা বনাম অসভ্যতা	: কে.এম. আজিজ উল্যা	১৮
আমার প্রিয় বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও কিছু স্মৃতিকথা	: আ.ম.ম. আব্দুর রহিম	১৯-২১
মানস গঠনে কবিতার ভূমিকা	: কাজী শামসুল আহসান খোকন	২১-২৪
ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার (অপ্রেম ও পরকীয়ার ফাঁদ পাতানো এক ভুবন)	: মাহবুবা সুলতানা শিউলি	২৫-২৭
আমি তৃণ: উড়িচর হাই স্কুল এর অবনে করা সম্মানতা	: কর্ণেল দিদারুল আলম	২৮
আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে	: রহমান বর্ণিল	২৯-৩০
বিশ্ববিদ্যালয় জীবন; আমরা কী করি? কেন করি? কি করা উচিত	: আমজাদ হোসেন	৩১-৩৩
অভিশপ্ত পৃথিবী	: রিফাত হামজা	৩৪-৩৫
ছায়া মানব	: রাজিয়া সুলতানা	৩৬-৩৭
বই হোক নিত্য সঙ্গী	: মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন	৩৮-৩৯
মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার; এর প্রয়োজনীয়তা	: মো: মনিরুল ইসলাম	৪০-৪১
সেরা শিক্ষার্থী সেরা রেজাল্ট করা যায় যেভাবে	: কেফায়েতুল্লাহ কায়সার	৪২
বাগানের ইতিকথা	: এইচ এম সোহারাব উদ্দীন সৌরভ	৪৩-৪৪
সম্ভাপ নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	: বিপুল ইসলাম	৪৫
আমাদের সম্ভাপ অবহেলিত কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা	: জেবিএস	৪৬
ইন্টারনেট ও তথ্য ভান্ডারের এক....	: মাহমুদুর রহমান	৪৭-৪৮
পেশী শক্তি নয়, উদ্ভাবনী শক্তির তীর্থস্থল হোক বিশ্ববিদ্যালয় গুলো	: কাজী রহমত	৪৯
প্রজন্মের হতাশা ও উত্তরণের উপায়	: শাহাদাত হোসাইন	৫০
সুশিল ও আচরণের সম্পর্ক	: মো: সাইদুল আমিন	৫০
আসুন ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিই	: জাফর ইকবাল	৫১
মানিকপুর ভ্রমণ এক এক অন্যরকম অনুভূতি	: সাজেদা আক্তার কহিলি	৫২
ঘুরে এলাম বান্দরবান	: এ. এস. রিফাত	৫৩
আত্মোপলব্ধি	: ইমন তাহসান	৫৪
কবিতা তরঙ্গ		৫৫-২৬২

তারুণ্যের মিছিল

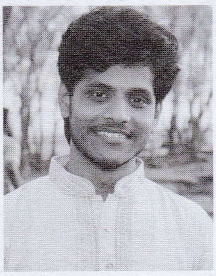

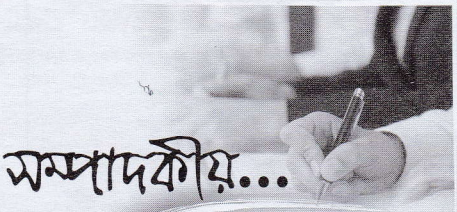

সম্পাদকীয়...

কেবল তাদেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে, যারা স্রোতের বিপরীতে জীবনের তরী বায়তে পারে। আর যারা স্রোতের সাথে নিজেকে বিকিয়ে দেয় তারা কাপুরুষ। এদের কাছে জীবন মানে একটা দিনের সমাপ্তিমাত্র। সমতলে পা ফেলা মানুষটা যখন হিমালয়ে চড়ার স্বপ্ন দেখে, তখন আমরা তাকে পুরুষ বলি। রুগ্ন বৃদ্ধ, হাতের রগ উঠে যাওয়া মানুষটার কাছে যখন এগিয়ে যাওয়ার জয়ধ্বনি শুনি, তখন আমরা একে তারুণ্য বলি। আর যখন এ পাল্লাটা ভারী হতে থাকে, দিগ্বিদিক থেকে স্বপ্নবাজরা তাদের মুষ্ঠি উত্তোলন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে সামনে কদম ফেলে, তখন আমরা একে 'তারুণ্যের মিছিল'বলি।

একটা সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গঠন করতে তরুণদের কোন বিকল্প নেই। তরুণদের কণ্ঠস্বর যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিধরও সে সীমানায় পা রাখার সাহস পাবে না। সমাজটাকে যখন অপকর্ম আর অপসংস্কৃতি তাদের পদাঘাতে বাটনা বেটে দিচ্ছে, যুবকরা যখন মাদকের নেশার ঘোরে মা বোনের পার্থক্য করতে নারাজ, ঠিক সেই সময় 'ভয়েস অব ইয়ুথ পার্লামেন্ট' রাজপথে নামিয়েছে 'তারুণ্যের মিছিল'। যে মিছিলের সৈনিক হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একঝাঁক স্বপ্নময়ী মেধাবী তরুণ। আর এ মিছিলের প্রধান হাতিয়ার কলম আর কাগজ। যা অন্যায়ের তোষামোদকারীর মসনদ কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

সবার আন্তরিক সহযোগিতা আর একঝাঁক স্বপ্নবাজ তরুণের দ্বীপ্ত অঙ্গিকারে এগিয়ে যাচ্ছে 'তারুণ্যের মিছিল' আগামীর পথে। তারুণ্যের এ মিছিলে নিজেকে একজন প্রতিবাদী তরুণ হিসেবে প্রমাণ দিতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মত শ্লোগান তুলি-

"আমি তারুণ্যের পূজারি কবি
উদয়ন করিবো তরুণের ভাস্কর,
রাষ্ট্রের ক্ষমতা দাও তরুণের হাতে
পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হবে সকল শঙ্কর।"

'সুন্দর পৃথিবীর তরে... ভয়েস অব ইয়ুথ পার্লামেন্ট'- কাজ করে যাবে আগামীর দিনগুলোতেও। সংগঠনের প্রথম সংকলন 'তারুণ্যের মিছিল' এর সাথে জড়িত ভিওয়াপি'র সম্মানিত সকল সদস্য, শুভাকাঙ্ক্ষি, কলা-কুশলী, পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ ও সম্মানিত উপাদেষ্টাবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা। সবার ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণায় এগিয়ে যাবে ভয়েস অব ইয়ুথ পার্লামেন্ট-এ আমাদের প্রত্যাশা।

--মামুন মুনতাসির
২০ জুন ২০১৮

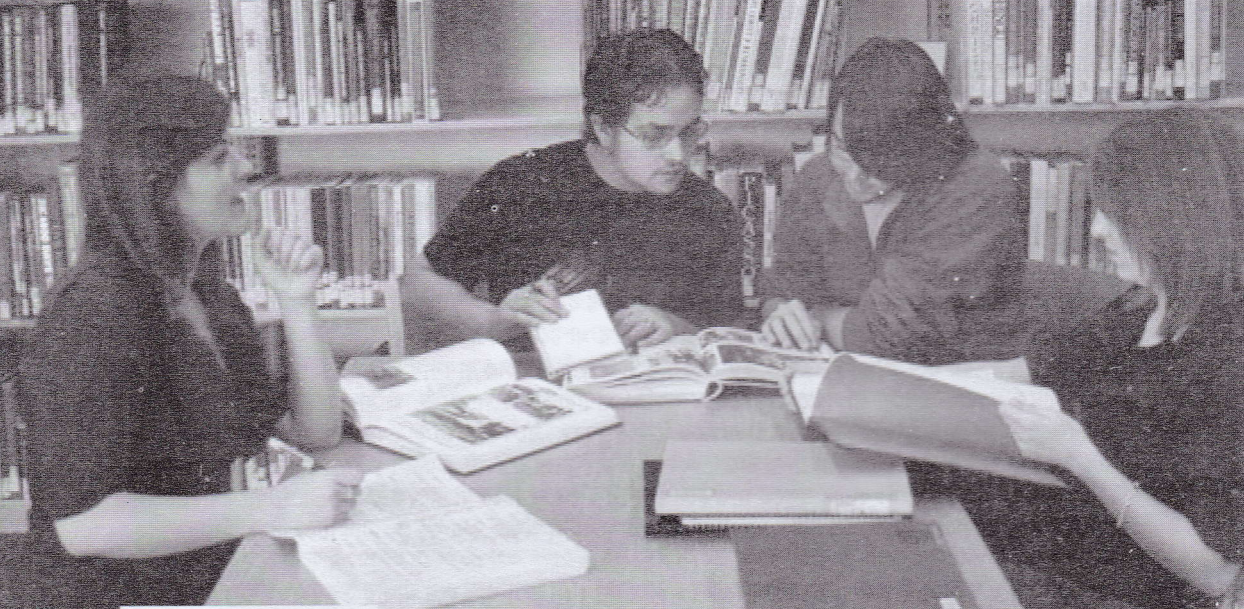

বই হোক নিত্যসঙ্গী

মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন

ইংরেজী Book এর আভিধানিক অর্থ হলো বই, পুস্তক, একত্রে বাঁধাই করা কিছু। মানুষের চিন্তা ধারা ও ভাব বিনিময়ের প্রধান বাহন হলো বই। বই হলো কৃষ্টি, সভ্যতা ও যোগাযোগের অন্যতম বাহন। বই মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের সঙ্গে সমাজের,অতীতের সঙ্গে বতর্মানের, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনকারী বাহন। প্রাচীনকালে ক্লে ট্যাবলেট, মাটির ফলক, প্যাপিরাস রোল, পাথর, পাচর্মেন্ট, ভেলাম, কাঠের ফলক, তালপাতা, ভূর্জপত্র, ধাতুর পাতা রেশম, অগরু বঙ্কল, পিতল ইত্যাদি লিখন সামগ্রীর উপর বই লেখা হতো। পরবর্তীতে লিখন সামগ্রীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সৃষ্টি হয় কাগজের। কাগজ ও ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে বই প্রকাশ করা আরো একধাপ এগিয়ে যায়। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রকাশনা জগতেও এর দারুন প্রভাব পড়েছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে কম সময়ে নির্ভুলভাবে প্রকাশিত বই হাতের কাছেই পাচ্ছে। সহজেই পাচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত তথ্য। শুধুমাত্র লিখে বাঁধাই করে বা মুদ্রিত আকারে ছাপালে বই হয়না। নিম্নে বইয়ের কিছু সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো-

১। The New Encyclopeadia britannica অনুযায়ী - 'একটি লিখিত বা মুদ্রিত সংবাদ উল্লেখযোগ্য পরিধির জনগণের মাঝে প্রচারের নিমিত্তে মন একটি বস্তুর উপর মুদ্রিত বা লিখিত হয়, যা হালকা কিন্তু টেকসই এবং সহজে বহনযোগ্য তাকেই বই বলে'। UNESCO অনুযায়ী ' Non periodical printed publication of at least 49 pages excluding cover is called book.'

মূলত বই হচ্ছে মানুষের চিন্তা, ভাবনা, অভিজ্ঞতার মুদ্রিত বা লিখিত নির্যাস, যা মলাটসহ বাঁধাই আকারে অন্যের নিকট উপস্থাপিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। কিছু খাতা বা কাগজের ফাইলকে বাঁধাই করে দিলে তাকে বই বলা যাবেনা। বই হওয়ার জন্য কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন - ১। কমপক্ষে ৪৯ পৃষ্ঠা হতে হবে (ইউনেস্কোর সজ্ঞানুযায়ী), ২। বই মুদ্রিত বা লিখিত হতে হবে, ৩। বই অবশ্যই বহন যোগ্য হতে হবে, ৪। দু'টি মলাট সহ বাঁধাই কৃত হতে হবে, ৫। পৃষ্ঠা সহজে উল্টানো যোগ্য হতে হবে, ৬। বইকে অবশ্যই তথ্য নির্ভর হতে হবে, ৭। ৩ টি অংশ থাকবে। অপরদিকে, বইয়ের অংশ সমূহ হচ্ছে- ১। বিবলিওগ্রাফিক্যাল অংশ, ২। পাঠ্য অংশ, ৩। রেফারেন্স অংশ। এ অংশ গুলো পদ্ধতিগত ভাবে অবশ্যই বিন্যাসিত হতে হতে হবে।

বই কেন ? এর উদ্দেশ্য কি?

১। জ্ঞানকে স্থায়ী ভাবে সংরক্ষনের জন্য।

২। জনগণের মাঝে জ্ঞান বিতরণের জন্য।

৩। জ্ঞান বৃদ্ধি কল্পে সহায়তা করার জন্য।

৪। জাতীয় ঐতিহ্য বা কৃষ্টির ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে থাকে।

৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য। উল্লেখিত বিষয়গুলোর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য বই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ সমগ্রী হিসেবে বিবেচিত।

তথ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বইকে আমরা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করে থাকি। যেমন- সাধারণ বই ও রেফারেন্স বই। সাধারণ বই ঃ যে সমস্ত বইয়ে সাবর্জনীন, অনুপ্রেরণা বা বিনোদনমূলক লেখা অন্তভুর্ক্ত থাকে , তাকে সাধারণ বই বলা হয়। সাধারণ বইকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ ক) অনুপ্রেরণামূলক বই। খ) তথ্য মূলক এবং গ) বিনোদনমুলক বই।

১) অনুপ্রেরণামূলক বই ঃ যে সব বই পাঠে পাঠক অনুপ্রাণিত হয়, ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ হয়, জীবনের উদ্দেশ্য নিরুপনে সামর্থ্য হয়, সেসব বইকে অনুপ্রেরণামূলক বই বলে। ধর্মীয়, দর্শন, নাটক, কবিতা ইত্যাদি।

২। তথ্যমূলক বই ঃ যে সব বই পড়ে বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, সে গুলোকে তথ্যমূলক বই বলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ভূগোল, পরিসংখ্যান, দর্শনশাস্ত্র, মনোঃবিদ্যা ইত্যাদি।

৩। বিনোদনমূলক বই ঃ যে সমস্ত বই পড়ে চিত্তবিনোদন বা আনন্দ উপভোগ করা যায়, সে সব বইকে বিনোদনমূলক বই বলে। নাটক, উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি। বতর্মানে সমগ্র বই জগতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

ক) ননফিকশন বই খ) ফিকশন বই

ক) ফিকশন বই হচ্ছে যে সকল বইয়ে গল্প কাহিনী নিয়ে আলোচনা করা হয়না। যেমনঃ তথ্য বিষয়ক বই, পাঠ্য বই, মানসম্পন্ন বই, মনোগ্রাফ, রেফারেন্স বই।

খ) ফিকশন বই হচ্ছে, যে সকল বইয়ে কাল্পনিক গল্পকাহিনী নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমনঃ কালজয়ী উপন্যাস, মানসম্পন্ন উপন্যাস, বিনোদন মূলক উপন্যাস।

বই পড়তে হলে আগে চাই বই সম্পর্কে একটি সু-স্পষ্ট ধারণা। উপরোক্ত বই পরিচিতির উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মের হাতে বই তুলে দিতে পারি সুন্দর সুন্দর বই গুলো। জ্ঞান চর্চার নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করতে পারি। এমন কোন বই তাদের হাতে দেয়া যাবে না যে বই তাকে অপসংস্কৃতি শিখতে বাধ্য করে। মা বাবার উচিত তার সোনামনিদের হাতে কোনো বই তুলে দেয়ার আগে সেটা অবশ্যই আপনি আগে নিজে পড়ে নিবেন। আপনার সন্তানকে কখনোই তার বন্ধু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে দেবেন না। আমাদের সমাজে নষ্ট হওয়ার অনেক দিক খোলা আছে। আপনার সন্তানকে সব রোগে প্যারাসিট্যামল দেয়ার প্রবণতা বন্ধ করুন। তাকে বই পড়তে আগ্রহী করে তুলুন। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম যে সময়ে মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য নিয়ে ছুটে ঠিক সে সময়ে আপনি তার হাতে তুলে দিন বই। আপনার সন্তানকে বইয়ের নেশা ধরিয়ে দিন, দেখবেন আর কোন নেশা তাকে আসক্ত করতে পারবে না। বই মুক্ত চিন্তার খোরাক। বই মানুষকে মানুষ হতে শেখায়। বই মানুষকে মানুষ চিনতে শেখায়। তাই বই হোক আপনার এবং আপনার সন্তানের নিত্য দিনের সঙ্গী। কবির ভাষায় -

অনেক সঙ্গী পাবে তুমি 'কিন্তু বইয়ের মত নয়
কয়জনে জানে সত্যিকারে বইয়ের পরিচয় ?

লেখক : সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন ডিভিশন, আর্ন্তজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
বিভাগীয় কাউন্সিলর, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)।

লিও মেহেদি হাসান জনি
সভাপতি (২০১৮-১৯)
ইমার্জিং সমীপ লিও ক্লাব

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসুতে প্রতিষ্ঠিত
একঝাঁক স্বপ্নবাজ তরুণদের সংগঠন
ভয়েস অব ইয়ুথ পার্লামেন্ট এর সাময়িকী
"তারুণ্যের মিছিল"
প্রকাশিত হওয়ায়
আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

লিও রাকিব উদ্দিন হৃদয়
সাধারণ সম্পাদক (২০১৮-১৯)
ইমার্জিং সমীপ লিও ক্লাব